যুগান্তর

তারিখ ... 17 JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

দেশে জনসংখ্যা ১৫ কোটি ২৫ লাখ

বৃদ্ধির হার ১ দশমিক ৩৭ শতাংশ

যুগান্তর রিপোর্ট

বাংলাদেশে বর্তমান জনসংখ্যা ১৫ কোটি ২৫ লাখেরও বেশি। পঞ্চম আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১-এর চূড়ান্ত ফলাফলে এ তথ্য উঠে এসেছে। সোমবার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের কাছে আদমশুমারির চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করা হলে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এ ফলাফল ঘোষণা করেন। এখন দেশে জনসংখ্যা ১৫ কোটি ২৫ লাখ ১৮ হাজার ১৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৭ কোটি ৬৩ লাখ ৫০ হাজার ৫১৮ জন। আর নারীর সংখ্যা হচ্ছে ৭ কোটি ৬১ লাখ ৬৭ হাজার ৪৯৭ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ৩৭ শতাংশে। চূড়ান্ত ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, জেলা পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি মানুষ বসবাস করছে ঢাকাতে। প্রায় দেড় কোটি মানুষ ঢাকা শহরে বসবাস করছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মানুষ বসবাস করছে চট্টগ্রামে। এ জেলায় বসবাস করছে প্রায় এক কোটি মানুষ। তৃতীয় সর্বোচ্চ মানুষ বসবাস করছে কুমিল্লা জেলায়। এরপরে রয়েছে যথাক্রমে ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, সিলেট, গাজীপুর ও নোয়াখালী জেলা। এছাড়া নারী ও পুরুষের আনুপাতিক হার প্রায় সমানে চলে এসেছে। বিবিএস সূত্র জানায়, গত বছর ১৫ মার্চ পঞ্চম আদমশুমারি ও গৃহগণনার তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করে বিবিএস। দেশব্যাপী এ গণনার তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ হয় ১৯ মার্চ। এরপর একই বছরের ১৬ জুলাই আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১-এর প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশ করে সংস্থাটি। এর আগে বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত পঞ্চম আদমশুমারির প্রাথমিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, দেশের মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি ২৩ লাখ ১৯ হাজার। এক বছর যাচাই-বাছাইয়ের পর তা ১৪ কোটি ৩৯ লাখ ৫৭ হাজার ৫৫১ জনে উন্নীত হয়। এর সঙ্গে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) যাচাই-বাছাইয়ে শুমারি থেকে বাদ পড়া ৩.৯৭ শতাংশকে যোগ করা হয়েছে। যোগ করার পর দেশের মোট জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪ কোটি ৯৭ লাখ।

প্রাথমিক ফলাফলে দেখা গেছে, দেশের জনসংখ্যা ১৪ কোটি ২৩ লাখ ১৯ হাজার। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ১.৩৪ শতাংশ। এবারই প্রথম পঞ্চম আদমশুমারি তথ্য সঠিক হয়েছে কি না তা যাচাইয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে (বিআইডিএস)। বিআইডিএস গত বছর ১০ থেকে ১৪ এপ্রিল ২৮০টি নমুনা এলাকায় যাচাই জরিপ শুরু করে। এর মধ্যে নমুনা হিসেবে ১৪০টি গ্রাম ও ১৪০টি শহর নির্ধারণ করা হয়। প্রায় এক বছর জরিপ কাজ পরিচালনার পর ৯ এপ্রিল বিআইডিএস তাদের যাচাই জরিপ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে। প্রকাশিত জরিপে দেখা গেছে, পঞ্চম আদমশুমারিতে দেশের ৩.৯৭ শতাংশ বা ৫৭ লাখ মানুষ গণনা থেকে বাদ পড়েছে। আর বাদপড়া মানুষ সমন্বয় করলে প্রাথমিকভাবে আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১৪ কোটি ৮০ লাখ।

বিবিএস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালে। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ১৯৭৪ সালে আদমশুমারি ও গৃহগণনা পরিচালনা করে বিবিএস। এরপর ১৯৮১ সালে দ্বিতীয়, ১৯৯১ সালে তৃতীয় ও ২০০১ সালে চতুর্থ আদমশুমারি ও গৃহগণনা পরিচালনা করেছিল সংস্থাটি।